সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদকে কারাগারে নেওয়ার সময় ডিম নিক্ষেপ

সন্ত্রাস দমন আইন মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন দোদুল ও তাঁর ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলের তিন দিন করে এবং ও অপর একটি মামলায় ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের দুই দিন রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয়ে ঘন্টাব্যাপী শুনানী শেষে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচারক শারমিন নাহার এ আদেশ দেন। এদিকে, দুপুর ২ টার দিকে আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার বিক্ষুব্ধ জনতা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী ও বিএনপির কর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং সাবেক মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করেন।
মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, কামরুল হাসান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানষ রঞ্জন ঘোষম সদর থানার ওসি জাহাঙ্গীর সেলিম এবং আসামি পক্ষে শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন, কাজী শহিদুল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এদিকে, সাবেক মন্ত্রী, তাঁর ভাই ও ভগ্নিপতিকে আদালতে হাজির করার খবর পেয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী আদালত চত্বর ঘিরে রেখেছে। আদালত্ব চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলায় একটি মামলার আসামি হিসেবে তিন জনের ৫ দিন করে রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর।

আদালতে রিমান্ড শুনানির সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পাবিলক প্রসিকিউটর (পিপি) আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, অ্যাড. কামরুল হসান, মারুফ আহম্মেদ বিজন এবং মোখলেছুর রহমান স্বপন উপস্থিত ছিলেন। একইসাথে আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে রিমান্ড না দেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন অ্যাড. খন্দকার আব্দুল মতিন, একেএম শফিকুল

আলম, ইব্রাহিম শাহীন।

এদিকে রিমান্ড শুনানিকালে আদালত প্রাঙ্গেণে বিক্ষোভ করেন বৈষ্যম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বিএনপি নেতাকর্মীরা। আসামিদের বিভিন্ন অপকর্ম তুলে ধরে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করেন তারা।

গত ৫ আগষ্ট মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলার ঘটনায় সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের রাশেদুল ইসলাম সন্ত্রাস বিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। ওই মামলার প্রধান আসামি হিসেবে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়ে ২৯ জানুয়ারি রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুর নিয়ে আসা হয় ফরহাদ হোসেনকে। ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে হত্যা মামলায় তাকে আটক করেছিল র্যাব। তার নামে রাজধানী ঢাকাতে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা রয়েছে। এছাড়াও মেহেরপুরে রয়েছে আরও কয়েকটি মামলা।

এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার দুটি মামলায় তাঁকে জেল গেটে শোন এ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এবং একটি মামলায় রিমাণ্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ বিচারক জেল গেটে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছিলেন। ২ দিনের রিমান্ড শেষ ফের আদালতে তোলা হলে আদালত আবারও তিন দিনের রিমান্ড দেন।

ফরহাদ ও মৃদুলের তিন দিন, বাবলু বিশ্বাসের দুই দিনের রিমাণ্ড

সন্ত্রাস দমন আইন মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন দোদুল ও তাঁর ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলের তিন দিন করে এবং ও অপর একটি মামলায় ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের দুই দিন রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয়ে ঘন্টাব্যাপী শুনানী শেষে

মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচারক শারমিন নাহার এ আদেশ দেন।

মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, কামরুল হাসান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানষ রঞ্জন ঘোষম সদর থানার ওসি জাহাঙ্গীর সেলিম এবং আসামি পক্ষে শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন, কাজী শহিদুল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এদিকে, সাবেক মন্ত্রী, তাঁর ভাই ও ভগ্নিপতিকে আদালতে হাজির করার খবর পেয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী আদালত চত্বর ঘিরে রেখেছে। আদালত্ব চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলায় একটি মামলার আসামি হিসেবে তিন জনের ৫ দিন করে রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর।

আদালতে রিমান্ড শুনানির সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পাবিলক প্রসিকিউটর (পিপি) আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, অ্যাড. কামরুল হসান, মারুফ আহম্মেদ বিজন এবং মোখলেছুর রহমান স্বপন উপস্থিত ছিলেন। একইসাথে আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে রিমান্ড না দেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন অ্যাড. খন্দকার আব্দুল মতিন, একেএম শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন।

এদিকে রিমান্ড শুনানিকালে আদালত প্রাঙ্গেণে বিক্ষোভ করেন বৈষ্যম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বিএনপি নেতাকর্মীরা। আসামিদের বিভিন্ন অপকর্ম তুলে ধরে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করেন তারা।

গত ৫ আগষ্ট মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলার ঘটনায় সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের রাশেদুল ইসলাম সন্ত্রাস

বিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। ওই মামলার প্রধান আসামি হিসেবে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়ে ২৯ জানুয়ারি রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুর নিয়ে আসা হয় ফরহাদ হোসেনকে। ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে হত্যা মামলায় তাকে আটক করেছিল র্যাব। তার নামে রাজধানী ঢাকাতে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা রয়েছে। এছাড়াও মেহেরপুরে রয়েছে আরও কয়েকটি মামলা।

এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার দুটি মামলায় তাঁকে জেল গেটে শোন এ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এবং একটি মামলায় রিমাণ্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ বিচারক জেল গেটে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছিলেন। ২ দিনের রিমান্ড শেষ ফের আদালতে তোলা হলে আদালত আবারও তিন দিনের রিমান্ড দেই।

কাল মেহেরপুর আদালতে তোলা হবে ফরহাদকে, জেলা কারাগারে হস্তান্তর

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে হস্তান্তর করা হয়েছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার তাঁকে মেহেরপুর আদালতে হাজির করানো হবে।

বুধবার (২৯ জানুয়ারি) রাত ৮ টা ১০ মিনিটের সময় তাকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের দায়ের করা একটি মামলায় হাজিরার জন্য ফরহাদ হোসেনকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুরের কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস।

আগামীকল ৩০ জানুয়ারি মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের দায়েরকৃত একটি জিআর মামলায় তাকে আদালতে হাজির করা হবে। মামলা নম্বর জিআর ২৭৭/২৪। ৫ আগস্ট
রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর মেহেরপুর
জেলাতে এখন পর্যন্ত ফরহাদ হোসেন
দোদুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা
হয়েছে। এছাড়াও ঢাকায় একাধিক মামলা
রয়েছে।

এর আগে গত বছরের ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল র্যাব।

টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নেন ফরহাদ হোসেন। ফরহাদ হোসেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে তিনি এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। আর দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি। ২০১৪ সালে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

মুজিবনগরে কৃষকদলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের উদ্যোগে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ কৃষক জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার লক্ষে সারাদেশে তিন মাস ব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সমাবেশের অংশ হিসেবে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন কৃষকদলের উদ্যোগে গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টায় মুজিবনগর উপজেলার মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা চত্তরে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি রহিত মন্ডলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি‘র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি আজিমউদ্দীন গাজী, জেলা যুবদলের যুগ্নআহবায়ক মেহেদী হাসান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক আরমান আলী, যুগ্নআহবায়ক ও সাবেক ইউপি সদস্য রমজান আলী, সদস্য সচিব কুনুত আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি আজিমউদ্দীন গাজী প্রমুখ। সমাবেশটি পরিচালনা করেন জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদ।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির নেতাদের সংবর্ধনা

মেহেরপুর জেলা বিএনপির নবগঠিত আহাবায়ক কমিটিকে আমদহ ইউনিয়ন বাসীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২৪জানুয়ারি) বিকেল চারটার দিকে মেহেরপুরের সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নে রায়পুর গ্রাম বিএনপি’র আয়োজনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ খালেকুজ্জামান মজনু সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ রকিবুল হাসান রিপন,সঞ্চালনায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা বিএনপি’র সিনিয়ার যুগ্ন আহবায়ক যুগ্ন আহবায়ক আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ,

এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি এম এ কে খাইরুল বাশার, সাবেক সহ-সভাপতি আনছা-উল-হক, সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, সহ-সভাপতি মীর ফারুক,সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন,জেলা বিএনপি সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ,সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি ছাবিহা সুলতানা, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী,জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমুল হোসেন মিন্টু,পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপ্নন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ফিরোজুর রহমান, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দিপু, সহ বিএনপির নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি,

শুক্রবারের কমিটি

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বলেছেন, “বাংলাদেশের অপর নাম জিয়াউর রহমান” বিএনপির ভাইসচেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে এদেশের মানুষ যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন সেই আন্দোলনের চুড়ান্ত রুপ জুলাই আগস্টের রক্তাক্ত গণঅভ্যুথান। ছাত্র জনতা রক্ত দিয়ে এদেশ থেকে সৈরাচার শেখ হাসিনাকে বিদায় করেছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকায় আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

গাংনী উপজেলা বিএনপি আয়োজিত মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৮৯তম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ও বিশাল গণমিছিলে প্রধান অতিথির রাখছিলেন তিনি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুন আরও বলেন, একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য গত ১৫ বছর যাবৎ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিএনপির হাজার হাজার নেতা কর্মী মামলা হামলা জেল জুলুম, হুলিয়া মাথায় নিয়ে লড়াই, সংগ্রাম করেছে। আন্দোলন করতে গিয়ে বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মী গুম খুনের স্বীকার হয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন।

তিনি বলেন, এখন যে লড়াই শুরু হচ্ছে এলড়াই বিএনপিকে বাঁচানোর লড়াই, ধানের শীষ রক্ষা করার লড়াই। এ লড়াই দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে তারেক রহমানকে এদেশে ফিরিয়ে এনে ১৮ কোটি মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার লড়াই।

তিনি বলেন, অনেকেই চাঁদাবাজির মাধ্যমে শেখ হাসিনার দোসরদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আমরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। যারা হাসিনার দোসরদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে মেহেরপুরে বিএনপির বিভিন্ন স্তরের কমিটি গঠণের ষড়যন্ত্র করছেন তাদের বিরুদ্ধে গণধোলাইয়ের কর্মসূচি দোবো। কেউ রক্ষা পাবেননা, আগামি ১ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করবো যোগ করেন তিনি। ।

ইউএনও, ওসিসহ সরকারি সকল কর্মকর্তাদের উদেশ্যে মাসুদ অরুন বলেন, জুলাই আগস্টের রক্তপাতের কথা মনে রেখে ৫ তারিখের আগের সব কথা

ভুলে যান। এখন থেকে জনগণের কথা শুনতে হবে। ৫ তারিখে এদেশের মানুষ যে রক্ত দিয়েছে জীবন দিয়েছে, গণঅভ্যুথানের মধ্যদিয়ে নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের চেষ্টা চলছে সেই নির্মাণের চেতনা ধারণ করে জনগণের কথা শুনতে হবে। নাহলে এদেশের মানুষ আবারও একত্রিত হয়ে জনবিরোধী কর্মকান্ড রুখে দেবো।

তিনি বলেন, বিএনপিকে বাঁচানোর সংগ্রাম ও নতুন বাংলাদেশ বির্নিমানে এখন থেকে গ্রামে গ্রামে ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সমাবেশ হবে। সেখানে সকল শ্রেনীর জেলে, মুজুর, কামার, শ্রমিক সবাইকে যুক্ত করা হবে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি সমন্ধে তিনি বলেন, কমিটি হয়েছে শুক্রবারের কমিটি। শুক্রবার আসলে ছুটি থাকে, ঢাকা থেকে আসতে পারেন রাজনীতি করতে। এখন থেকে শুক্রবারের রাজনীতি বন্ধ। শুক্রবার বলে কোনো রাজনীতি এখন আর হবেনা। সাদা কাগজের কালো অক্ষরের কোনো কমিটি মানা হবেনা।

তিনি হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, নতুন কমিটির নামে যারা চাঁদাবাজি করছেন তাদের সেটা বন্ধ করতে হবে। ১ ফেব্রুয়ারির পর আর কোনো অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ড হলে আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হবো।

মাসুদ অরুন বলেন, তারেক রহমান বলেছেন, “দলকে বাঁচাতে হবে, দলকে সংগঠিত করতে হবে, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, শ্রমজীবি মানুষের সাথে থাকতে হবে, নতুন প্রজন্মের ছাত্র যুবককের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, মেধাবীদের সামনের কাতারে আনতে হবে।”
প্রধান বক্তা, জেলা বিএনিপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেছেন, বিগত ১৭ বছরে দেখা যায়নি, পাওয়া যায়নি, ৫ তারিখের পর এক শ্রেনীর নেতার উদয় হয়েছে।

তিনি বলেন, রোদে পুড়ে পানিতে ভিজে জেল জুলুম হুলিয়া মাথায় নিয়ে রাজপথে জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। কখনো জনগণকে ফেলে যায়নি। এই জনগণও আমাদের ছেড়ে যাবেনা।

আমজাদ হোসেন আরও বলেন, দলের জন্য, জেল জুলুম হুলিয়া খেটেছেন তাদেরকে নিয়েই আগামিতে বিভিন্ন স্তরের কমিটি থেকে শুরু করে দলীয় সকল কর্মকান্ড করতে হবে। আন্দোলন সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করে দলের জন্য যারা পরিশ্রম করেছেন, বিএনপির সেসব ত্যাগি রাজনীতিকদের বাদ দিয়ে কমিটি তৈরী করার ক্ষমতা আহবায়ক কমিটির নেই। বিএনপির

ত্যাগি নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে কেউ গ্রাম গঞ্জে বিএনপির কোনো কমিটি করতে গেলে তাদের প্রতিহত করতে হবে যোগ করেন তিনি।

আমজাদ হোসেন বলেন, মেহেরপুর জেলায় নিয়মের বাইরে কোনো কমিটি হলে সেটা আমরা মানবনা। ঘরে বসে সাদ কাগজের উপর কালো কলি দিয়ে পকেট কমিটি করবেন সেটাও আমরা মানবোনা।

তিনি বলেন, ষোল বছরের দু:শাসনর অবসান ভারতের মানুষ এসে করে দিয়ে যায়নি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মানুষ করেছে। শুধু অবসান নয়, সৈরাচারকে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন। বিতারিড়ত সৈরাচার আবারও বাংলাদেশে ফিরে এসে মাতববারী করবে করবে এটা মানুষ মেনে নেইনি, ভবিষ্যতেও নেবেনা।

তিনি বলেন, তাদের দোসর হিসেবে ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তারর করার চেষ্টা করছেন। বিএনপিকে দূর্বল করে রাস্ট্রিয় ক্ষমতায় আসার যে ষড়যন্ত্র করছেন সেটা বাস্তবায়ন হবেনা।

তিনি বলেন, দিল্লীতে বসে ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়বেন, সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হবেনা।
গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহাবুবুর রহমান মাহবুব, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শিল্পপতি সেলিম আহমেদ।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মোল্লা, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, বীরমুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, সাবেক যুবদল নেতা সাজেদুরর রহমান বুলবুল, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন,। এসময় অন্যান্যদেও মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিএনপি মহিলা দলের নেত্রী আসমা তারা, বিএনপি নেত্রী সামিরন নেছাসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ।

সভাপতির বক্তব্যে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনীর বিএনপির নেতাকর্মীরা যতদিন আছেন ততদিন আমি আপনাদের মাঝে আছি। বিএনপির ভাইসচেয়ারম্যান তারেক রহমানন নির্দেশনা দিয়েছেন প্রতিটি ওয়ার্ড, প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতিটি উপজেলায় দলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি দেওয়া হবে। সেখানে তারেক রহমানের নির্দেশনা না মেনে সৈরাচারী

কায়দায় কমিটি করেছে। যারা এভাবে কমিটি করেছেন তারা বিএনপির দুশমন।

তিনি বলেন, বিগত ১৭ বছর আওয়ামীলীগের দু:শাসন, নির্যাতন, হামলা ও ৩৪ টি মামলার আসামি হয়েছি। বারবার কারাবরণ করেছি। তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবায়দা রহমানের যখন জেল ডাকা হয়েছিল সেইদিন আমার নেতৃত্বে গাংনীতে মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। সেই মামলায় আমি কারাবরণ করেছি। অথচ, এখন ষড়যন্ত্র করে আমাদের বাদ দিয়ে সৈরাচারী কায়দায় বিএনপির কমিটি গঠণের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা এই সৈরাচারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবো।

তিনি বলেন, সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে নাম লিখলেই নেতা হওয়া যায়না। নেতা হতে হলে কৃষক, শ্রমিক, কুলি মজুর ও পা ফাটা মানুষের পাশে থাকতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে পাশে থাকতে হবে।

তিনি বলেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বার বার বলেছেন, আগামীতে যে নির্বাচন হবে সেটা অত্যন্ত কঠিন নির্বাচন হবে। জামায়াত ইসলাম আমাদের শরীক দল ছিল। তারা আওয়ামীলীগকে মাফ করে দিয়েছে। তারা মনে করে আওয়ামীলীগের ভোট তাদের বাক্◌্রে যাবে।

পরে একটি বিশাল গণ মিছিল সমাবেশ স্থল থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এর আগে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মী, ধানের শীষ, ব্যানার প্ল্যাকার্ড নিয়ে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশ স্থলে আসেন নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে পৌর জামায়েত ইসলামীর শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরে বড়বাজার কাঁচা বাজার আড়ৎ এর শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। বুধবার (২২ জানুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর পৌর শাখা জামাতের ইসলামের আয়োজনে কাঁচা বাজার আসাদ ভান্ডার বড়বাজার কাঁচা বাজার আড়ৎ এর শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্তু

বিতরণ করা হয়।

কাঁচামাল ব্যবসায়ী হাজী মোঃ আবু সালেহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন পৌর আমীর সোহেল রানা ডলার। পৌর ৪ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন পৌর সেক্রেটারী মনিরুল ইসলাম, জেলা পেশাজীবী সংগঠনের সভাপতি মোঃ আল আমিন বকুল, সাবেক ছাত্র নেতা ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম, তহ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি, বিশিষ্ট কাঁচামাল ব্যবসায়ী আকরাম আলী, কাথুলী রোড জামে মসজিদ ইমাম মঞ্জুরুল ইসলামসহ জামায়তের নেতাকর্মীরা।

গাংনীতে বিএনপির যৌথ কর্মী সভা

দেশ সংস্কারের নামে নির্বাচন বিলম্ব করা যাবেনা। চলতি বছরের ৫ আগ্স্টে জাতীয় নির্বাচন দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার দাবী করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপি আয়োজিত যৌথ কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি একথা বলেন। এসময় তিনি বলেন, সৈরাচারী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে কাঁটাতারের বেড়া ধরে দাড়িয়ে আছেন এবং দেশে বিশৃঙ্খলা সৃস্টি করার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৭ বছরের নির্যাতন সহ্য করা মানুষ একটু সস্তিতে কথা বলতে পারছেন স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছেন। আমরা সে সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইনা। মেহেরপুরের বিএনপিকে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন,২০১৮ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে তাদের সঠিক দায়িত্ব পালন করতে দেয়নি রক্ত পিপাসী শেখ হাসিনা। সে তার হাতের আঙ্গুলির হেলানিতে দেশে একত্ববাদ কায়েম করেছেন। দেশে কারও তোয়াক্কা করেনি। আগের সেই সেনাবাহিনী সৈরাচারী হাসিনা সরকারের পতনের সহযোগীতা করে দেশ উদ্ধার করে বিপদগ্রস্ত মানুষের

আস্থা অর্জন করেছেন। হাজারও তরুনের রক্তের বিনিময়ে দেশের মানুষ যে সুযোগটুকু পেয়েছে তা হাতছাড়া হয়ে গেলে বিএনপি আবারও দশ বছর পিছিয়ে পড়বে।

তিনি আরও বলেন, আগস্টের পরে এক শ্রেনীর সুযোগ সন্ধানীরা লুটপাট চালিয়ে দলের মান ক্ষুণ্ণ করেছেন, দল তাদের চিহ্নিত করেছে। বিএনপি লুটপাট রাজনীতি বিশ্বাস করেনা। দলের মধ্যে অনুপ্রবেশ কারীদের দমাতে এবং দলে বিভেদ সৃস্টি কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নেবে দেশ নায়ক তারেক রহমান। দলীয় শৃংখলা ভঙ্গ কারীদের বিরুদ্ধেও কেন্দ্র থেকে সিদ্ধান্ত এসেছে বলেও জানান তিনি। জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন,শেখ মুজিবের পরিবার একটি সৈরাচারী পরিবার।

আন্তর্জাতিক মহলেও তাদের লুটপাটকারী পরিবার বলে চিহ্নিত হয়েছে। গাংনী কেন্দ্রীয় ইদগাহ ময়দানে যৌথ কর্মী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলাম ও ফয়েজ মোহাম্মদ। গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার শামসুল আলম সোনা, গাংনী পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনসারুল হক ইন্সু, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, সাধারণ সম্পাদক গোলাম কাউছারসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কর্মীসভায় বক্তারা বলেন, আগামীতে দেশকে ঢেলে সাজাতে দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যমতের মাধ্যমে দলকে সুসংগঠিত করতে হবে। কর্মী সমাবেশে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কয়েক হাজার বিএনপিমনা মানুষ উপস্থিত হন।

কোটচাঁদপুরে জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালিত

কোটচাঁদপুরে মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমারে ৮৯ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে স্থানীয় দলীয় কার্যালয়ে দিবসটি পালন করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপি।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আবু বক্কর বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা একরামুল হক, পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান খোকন, সাবেক কমিশনার শারাফত হোসেন পুটকে, পৌর যুব দলের সদস্য সচিব সেলিম রেজা মধু ও পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব শাহানুর রহমান সাহান।

পরে ৮৯ তম জন্মবার্ষিকীর কেক কাটেন দলীয় নেতা- কর্মীরা। এরপর দোয়া অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন পৌর ছাত্র দলের আহবায়ক বাঁধন রাজবীর (নিশু)।

ঝিনাইদহে বিএনপি ও আ.লীগ কর্মীদের সংঘর্ষে আহত ৩

ঝিনাইদহে ওয়াজ মাহফিলের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষে ৩ জন আহত হয়েছে। এ সময় বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।

সোমবার সকালে সদর উপজেলার সোনাইখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন বিএনপির কর্মী রজব আলী মণ্ডল, কুদ্দুস মণ্ডল ও কামিরুল মণ্ডল। তারা জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

জানা যায়, নারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রামবাসীর উদ্যোগে ওয়াজ মাহফিল আয়েজনের প্রস্তুতি চলছে কয়েকদিন ধরে। এই ওয়াজ মাহফিলের সভাপতি হওয়ার জন্য স্থানীয় ইউপি সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা মিন্টু খাঁ চেষ্টা করে। এতে স্থানীয় বিএনপির নেতার্মীরা হস্তক্ষেপ করে। তারা মসজিদেও ইমামকে সভাপিত বানাতে চায়। এরই জেরে সোমবার সকালে উভয়পক্ষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আব্দুর রশিদ জানান, সোমবার সকালে সুরাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কবির হোসেন জোর্য়াদ্দার ও ইউপি সদস্য মিন্টু খাঁর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী সোনাইখালী গ্রামের বিএনপি কর্মী রজব আলী মণ্ডলসহ তিনজনকে কুপিয়ে জখম করে। সেসময় তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করে নিয়ে যায়। অভিযোগের বিষয়ে জানতে সুরাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কবির হোসেন জোয়াদ্দারের মোবাইলে কল করলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

তবে ইউপি সদস্য মিন্টু খাঁ দাবি করেন, আমাকে নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন কালের কণ্ঠকে বলেন, ওই গ্রামে হামলার ঘটনা শুনেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।